ছোটদের
আসমাউল
হুসনার
গল্প
প্রথম
খন্ড
আফসানা মিমি

লেখক: আফসানা মিমি

জন্ম যশোরের সাগরদাঁড়িতে। বিএসসি করেছেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইন্জিনিয়ারিং বিভাগে। প্যারেন্টিং এর ওপর দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন কোর্স করেছেন। এখন Early childhood development নিয়ে কাজ করছেন এছাড়াও অনলাইনে একটি প্লাটফর্মে ইসলামিক আর্লি চাইল্ডহুড প্যারেন্টিং এর ইনসট্রাক্টর হিসেবে আছেন। তিনি বাচ্চাদের বেশ কিছু বই নিয়ে কাজ করেছেন। ছোটদের আসমাউল হুসনার গল্প বইটি তার অসাধারণ সৃষ্টি। এটির মাধ্যমে শিশুরা গল্পে গল্পে আল্লাহর পরিচয় জানতে পারবে, আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। যেটা মুসলিম হিসেবে আমাদের সবার চাওয়া। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জননী। মানব শিল্পী তিনি এটাই তার সবচেয়ে পছন্দের পরিচয়।

কেন পড়বেন এই বই...

সন্তান কোনো ভুল করলে বা মিথ্যা বললে আমরা বলি, আল্লাহ তোমাকে আগুনে পোড়াবে বা শাস্তি দিবে। কিন্তু আল্লাহ কি শুধু আমাদেরকে শাস্তিই দেন? ভালোবাসেন না? আল্লাহর পরিচয় কী বা তিনি আমাদের কতোটা ভালোবাসেন, সেটা আমরা সন্তানেদেরকে কীভাবে শেখাতে পারি? এটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে করতে পারি আসমাউল হুসনা দিয়ে আল্লাহর সাথে পরিচয় করানোর মাধ্যমে। একজন শিশু যখন ছোটো থেকেই আল্লাহর পরিচয় সঠিকভাবে জেনে বড় হবে তখন সে আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং এই জন্য সে নিজেকে সকল ধরনের খারাপ আচরণ বা কাজ থেকে দূরে রাখবে। তারা হয়ে উঠবে মুমিন এবং আমরা পাবো নেক সন্তান, যা আমাদের সকলের কাম্য। এই সকল কিছু মাথায় রেখেই ছোটো ছোটো গল্প নিয়ে আমাদের এই বই, 'ছোটদের আসমাউল হুসনার গল্প'।

তিনিই রহমান, তিনিই রহিম

রাতে আরহাকে পড়ায় সাহায্য করার সময় মা জানতে চাইলেন, ‘আজকে কী কী পড়ানো হয়েছে স্কুলে?’

আরহা বলল, ‘আজকে আমাদের ইমান সম্পর্কে পড়ানো হয়েছে।’

মা বললেন, ‘মাশাল্লাহ, খুব সুন্দর জিনিস পড়েছো। আচ্ছা, আরহা, বলো তো, সবার প্রথমে কিসের ওপর ইমান আনতে হবে?’

‘এক আল্লাহর ওপর’, ঝটপট উত্তর দিল আরহা।

‘মাশাল্লাহ, একদম ঠিক। আজকে সকালে আমরা সুরা ইখলাসের অর্থ বুঝার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ করিনি। চলো তো, পুরোটা বুঝতে চেষ্টা করি।’

সুরা ইখলাস: (১) বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। (২) আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন (৪) তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

একটু ভেবে বলো তো, সুরা ইখলাসে কী শেখানো হচ্ছে আমাদের?

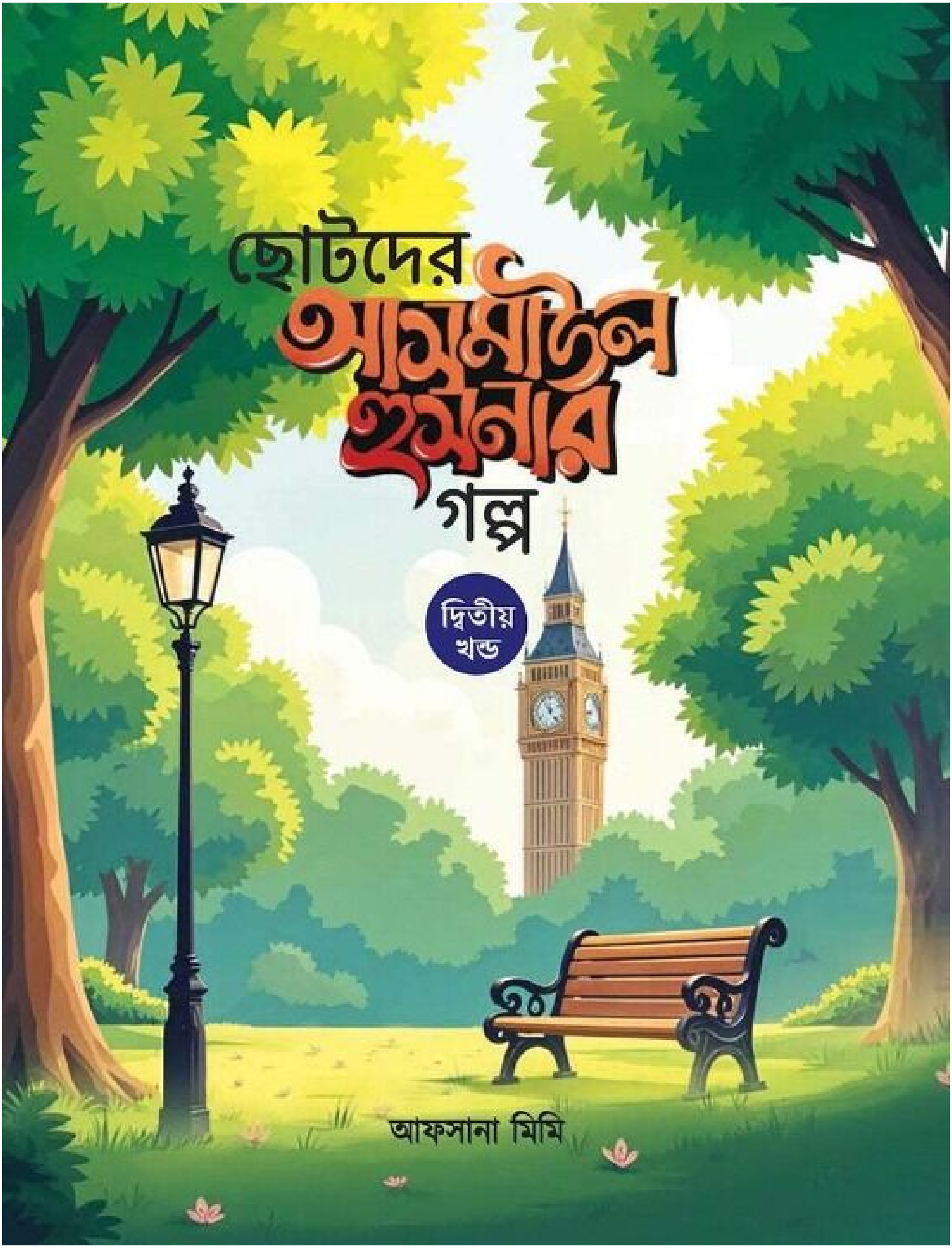
ছোটদের
আসমাউল
হুসনার
গল্প
দ্বিতীয় খন্ড
আফসানা মিমি

রোগ থেকে মুক্তি দেন যিনি

কিছুদিন পরের ঘটনা। স্কুল থেকে ফেরার পথে আইসক্রিম দেখে সেটা খাওয়ার জন্য সে কী বায়না আরহার। মা তাকে বুঝানো সত্ত্বেও সে বুঝলো না। অবশেষে কী আর করা! আরহা সেই আইসক্রিম খেল, তবে একটা না, দুইটা। শীতের শুরু, বাইরে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে ঠাণ্ডা আইসক্রিম- এই দুইটার সমন্বয়ে রাতে আসলো জ্বর। সারা দিন আরহা জ্বরে কাতর হয়ে বাসায় শুয়ে আছে, মাঝেমাঝে কান্নাও করছে। আছরের সালাত শেষে সালাম ফেরাতেই সে মায়ের কোলে এসে মন খারাপ করে বসে পড়ল। মা তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আদর মাখা সুরে বললেন, ‘তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। কষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে কষ্টকে মনের প্রশান্তি বানানোর উপায় আছে একটা। জানতে চাও?’

বন্ধ দরজা খুলে দেন যিনি

আরহা সুস্থ হয়ে গিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিছুদিন পরের কথা, আরহা তার পড়ার একটি বিষয় কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না। মা, বাবা, স্কুলের সবাই আরহাকে সাহায্য করেছে, কিন্তু তার ব্রেইনমশাই যেন বুঝতেই পারে না। সে কোনো উপায় বাকি রাখেনি বুঝতে চেষ্টা করার। রাতে পড়তে বসে সে মাকে বলল, 'মা, বোঝার কোনো উপায় কি বাকি আছে আর?' মা তখন হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'অবশ্যই আছে। চলো তোমাকে শেখাই..আল্লাহর অনেকগুলো নামের মাঝে একটি নাম আছে আল-ফাত্তাহ, অর্থাৎ কল্যাণ ও অনুগ্রহের রুদ্ধদ্বার উন্মোচনকারী।

আচ্ছা, আরহা, বলো তো আমাদের সবকিছু দেন কে?

'আল্লাহ দেন', উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর আরহার।

ছোটদের
আসমাউল
হুসনার
গল্প
তৃতীয় খন্ড
আফসানা মিমি

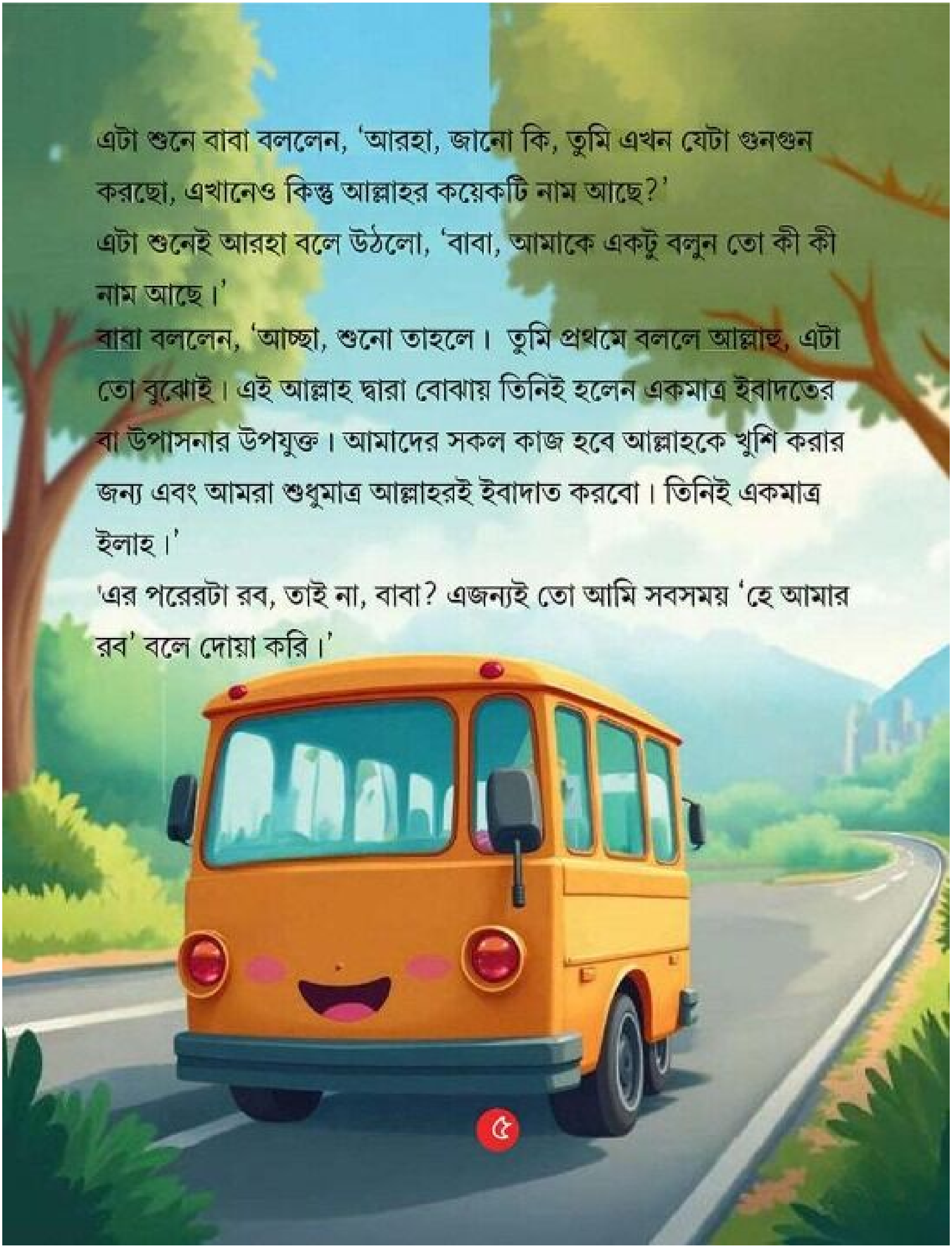

এটা শুনে বাবা বললেন, ‘আরহা, জানো কি, তুমি এখন যেটা গুনগুন করছো, এখানেও কিন্তু আল্লাহর কয়েকটি নাম আছে?’

এটা শুনেই আরহা বলে উঠলো, ‘বাবা, আমাকে একটু বলুন তো কী কী নাম আছে।’

বাবা বললেন, ‘আচ্ছা, শুনো তাহলে। তুমি প্রথমে বললে আল্লাহু, এটা তো বুঝোই। এই আল্লাহ দ্বারা বোঝায় তিনিই হলেন একমাত্র ইবাদতের বা উপাসনার উপযুক্ত। আমাদের সকল কাজ হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবো। তিনিই একমাত্র ইলাহ।’

'এর পরেরটা রব, তাই না, বাবা? এজন্যই তো আমি সবসময় ‘হে আমার রব’ বলে দোয়া করি।’

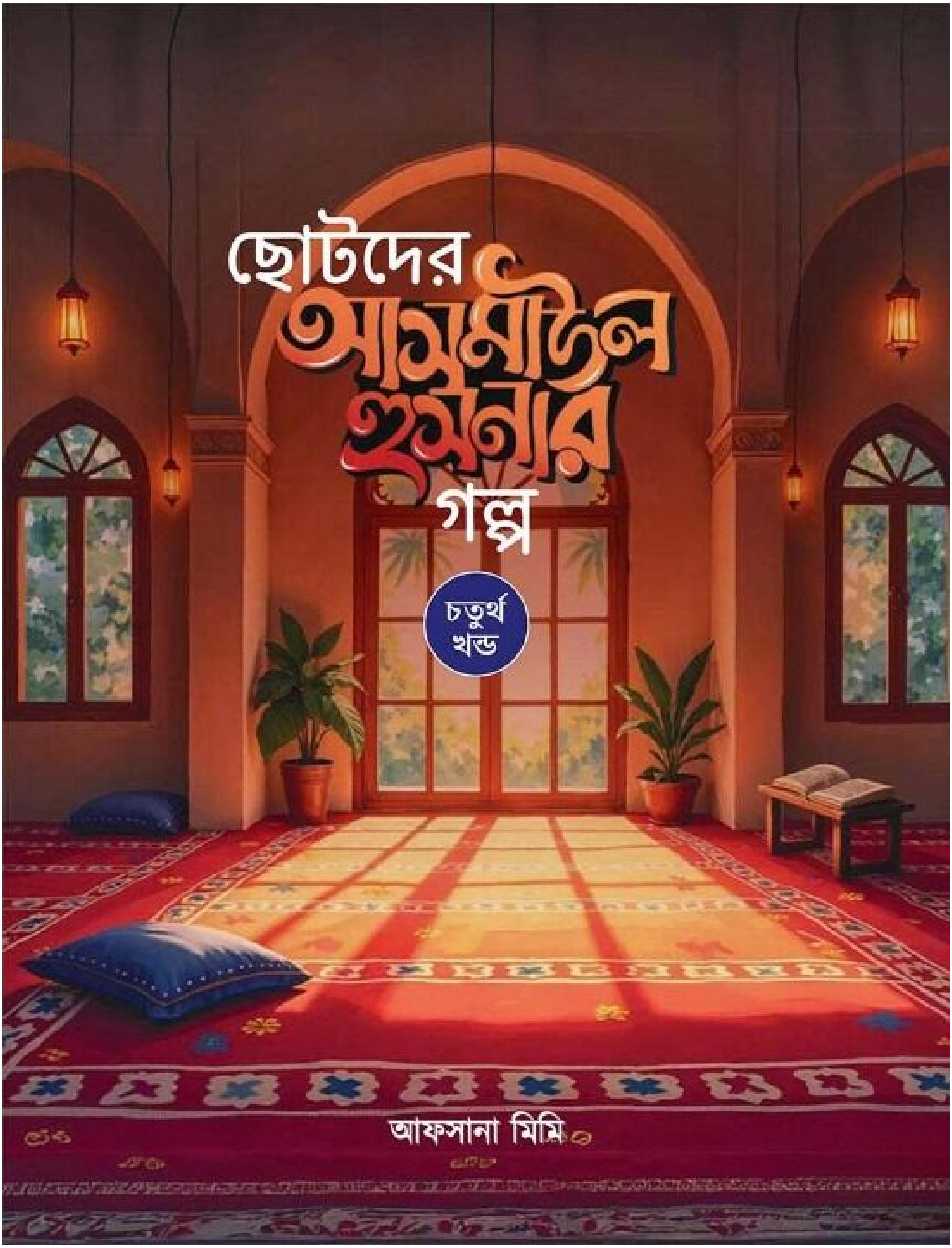
ছোটদের
আসমাউল হুসনার
গল্প
চতুর্থ খণ্ড
আফসানা মিমি

এরপর ছড়া কাটতে কাটতে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলো আরহা,

যখন পাই না খুঁজে কোনো দিশা আমি
তখন দেখান পথ মহান রব আল-হাদী
কখনো যদি করে ফেলি ভুল
আত-তাওয়াব তাওবা করেন কবুল
পাহাড় সমান পাপরাশি ক্ষমা করেন যিনি
আল-আফু, আল-গফুর, আল-গফফার তিনি

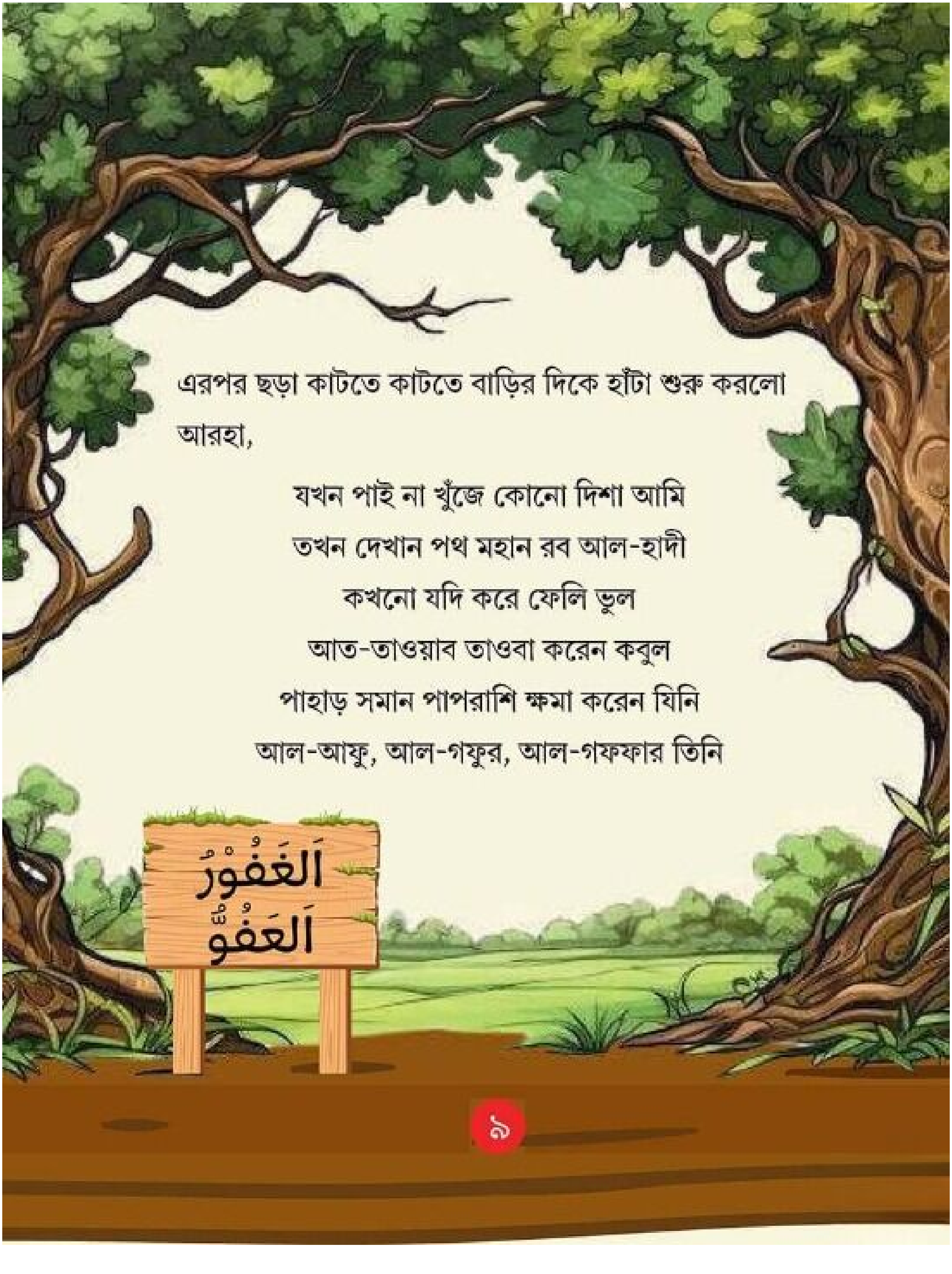

পরম সহনশীলতার সাথে ভালোবাসেন যিনি

মা রান্নাঘরে রান্না করছেন, হঠাৎ দুড়ুম-দাড়াম শব্দ শুনতে পেলেন। সাথে আরিবার কান্নার আওয়াজ পেলেন। ঘরে এসে দেখেন, ছেঁড়া বইটা নিয়ে আরহা অন্য দিকে ঘুরে আছে আর আরিবা কাদছে। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে আরিবা বই ছিঁড়ে দেওয়ায় আরহা তাকে মেরেছে। যাই হোক মা পরিস্থিতি সামলে নিয়ে দুজনকে কাছে নিয়ে বসলেন।

এরপর আরহার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,

'আল-হালীম আল্লাহর অনেক সুন্দর একটি নাম। এটার মানে হলো, আল্লাহ পরম সহনশীল। আল্লাহর মতো ধৈর্যশীল কেউ নেই।

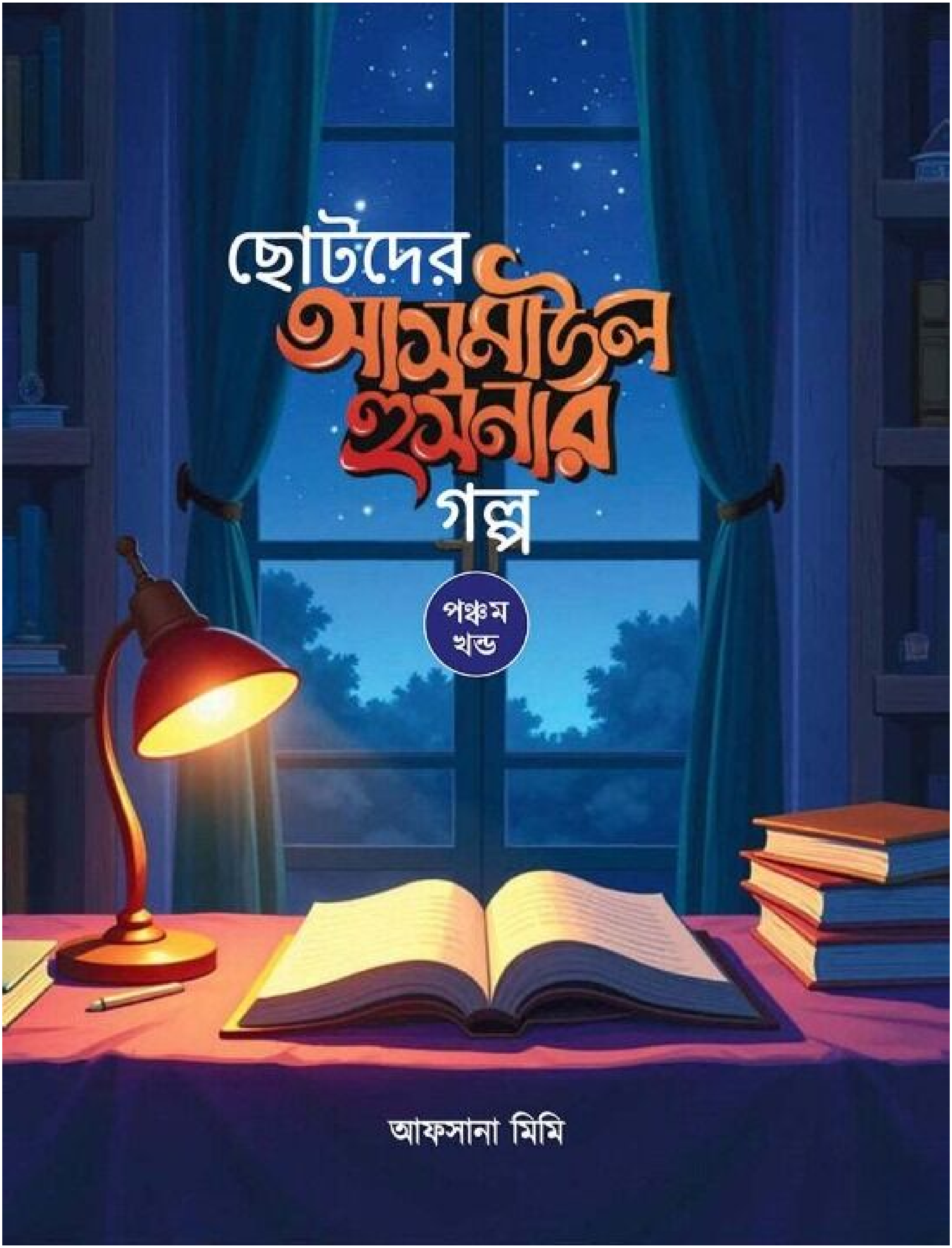
ছোটদের
আসমাউল
হুসনার
গল্প
পঞ্চম খন্ড
আফসানা মিমি

সব কিছুই শুনেন যিনি, নিকটবর্তী হন তিনি

মা তাদের সাথে ঝিনুকগুলো জড়ো করতে করতে বললেন, ‘জানো, আরহা, গভীর অন্ধকারে পিঁপড়ার হাঁটার শব্দও তিনি শুনতে পান, কারণ তিনি আস-সামি, মানে সর্বশ্রোতা। এজন্যই তো তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন। একই সাথে তিনি আল কারিব, তথা নিকটবর্তী।’

‘আচ্ছা, মা, বাকি দুটো বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আল্লাহ যে আমার কাছেই আছেন, মানে তিনি যে নিকটবর্তী, এটা কিভাবে বুঝবো?’

মা বললেন, ‘আল্লাহ নিজেই এটা বলে দিয়েছেন। আমরা জানি তিনি আরশের ওপর আছেন। এটার সাথে তিনি এটাও জানাতে চান যে, তিনি আমাদের ঘাড়ের রগের চেয়েও আমাদের নিকটে আছেন। তিনি আমাদের কথা শুনেন, কাজও দেখেন। আচ্ছা, তুমি বলো তো, তুমি দুয়া করার সাথে সাথেই অনেক সময় কবুল হয়ে যায় না? কারণ আল্লাহ আমাদের অনেক কাছেই। সিজদারত অবস্থায় আমরা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকি।’

আকৃতি-রূপ দান করেন যিনি

তিন দিন ঘুরাঘুরির পর অবশেষে ফেরার পালা। কক্সবাজার থেকে তারা ট্রেনে উঠেছে ঢাকার উদ্দেশ্যে। যখন ট্রেনটি মেরিন ড্রাইভের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক পাশে পাহাড় ও আরেক পাশে বিশাল সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখে আরহা বলল, 'মা, আল্লাহ কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন সবকিছু, সুবহানাল্লাহ!' এই তিন দিনের ঘুরাঘুরিতে আরহার কী কী ভালো লেগেছে, মা জানতে চাইলেন।

আরহা বলল, 'আমার সবকিছুই অনেক ভালো লেগেছে, তবে ফিশ ওয়ার্ল্ডে মাছকে ফিডার খাওয়ানো এবং ওখানে লাল, হলুদ, সবুজ, গোলাপি, টিয়া রংয়ের যে ছোট ছোট মাছ গুলো ছিল, ওগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে।'